গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

এর উপর একটি প্রতিবেদন

তারিখঃ ২৫.১১.১৭
ভেন্যুঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেইনিং একাডেমি, মিরপুর, ঢাকা
সময়ঃ সন্ধ্যা ৭.০০
অনুষ্ঠান সঞ্চালকঃ কাজী ওবায়েদ
প্রথমে সকলকে ভলান্টিয়ার্স এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব-বাংলাদেশ) এর পক্ষ থেকে **গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে** স্বাগত জানানো হয়।

আসন গ্রহণঃ ভলান্টিয়ার্স এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশের (ভাব-বাংলাদেশ) সম্মানীত চেয়ারপারসন প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী সম্মানীত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর জনাব ফজলে কবির, ভাব-বাংলাদেশ ট্রাস্টের সভাপতি ড. মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ, ভাব বাংলাদেশের সম্মানিত কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রফেসর ড. জসিমউজ জামান এবং ভাব বাংলাদেশ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব নেয়াজ আহমেদকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন।

অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ ঃ
প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় নীলফামারী সদর উপজেলার পঞ্চপুকুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী লুবনা আক্তার মুন ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেনঃ হাফেজ এস.এম. হাফিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ভুরুলিয়া নাগবাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

অনুষ্ঠান সঞ্চালক সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন ভাব-বাংলাদেশ অ্যামেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। জাতিসংঘের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. এ.টি রফিকুর রহমান ১৯৯৮ সালে অ্যামেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভাব-বাংলাদেশ দেশের গ্রাম অঞ্চলের স্কুলে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে আমরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে স্কুল, প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে চাই।

ভিডিও প্রদর্শনীঃ অনুষ্ঠানে ভাব-বাংলাদেশের কার্যক্রমের একটি ভিডিও দেখানো হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্য
প্রফেসর ড. জসিমউজ জামান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ভাব বাংলাদেশ, ড. মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ, চেয়ার, ভাব ট্রাস্ট এবং ভাব-কানাডার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট পামেলিয়া খালেদ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রফেসর ড. জসিমউজ জামান তাঁর বক্তব্যে গ্রামের স্কুলের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে স্কুলের উন্নয়নে সবার নিকট সহযোগিতার আহবান করেন।

এবং ভাব বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ প্রবাসীদের দেশের প্রতি মমত্ববোধ থেকে ভাব এর প্রতিষ্ঠা বলে উল্লেখ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির এই মহান কর্মযজ্ঞে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে আসার জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে অনুরোধ জানান।

শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরে **ভিডিও বার্তায় ভাব এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট ড. এ.টি. রফিকুর রহমানের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রচার করা হয়।**

পুরস্কার বিতরণ

এস.এস.সি. পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা অর্জিত স্কুলের সম্মাননা
এস.এস.সি.তে শত ভাগ সফলতা, ক্রিকেটে উপজেলা চ্যাম্পিয়ন সাতক্ষীরার শ্যামনগরের প্রত্যন্ত এলাকার সুন্দরবন সংলগ্ন তপোবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তথ্য প্রযুক্তি এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে ছাত্রছাত্রীরা অনেক এগিয়ে। অন্যদিকে এস.এস.সি. এবং জে.এস.সি.তে শত ভাগ সফলতাসহ সহশিক্ষা কার্যক্রমে নীলফামারী সদর উপজেলার পলাশবাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি ভাব এর দিকনির্দেশনায় ও নিজেদের আন্তরিকতায় কারণে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেশে গুণগত শিক্ষা বিস্তারে এই দুই স্কুলের অবদান স্মরণযোগ্য। **এস.এস.সি. পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা অর্জিত স্কুলের সম্মাননা** প্রদান করেন সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর জনাব ফজলে কবির। স্কুলের পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন

১. নীলফামরীর পলাশবাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী উত্তম কুমার রায় এবং
২. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের তপোবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী রামরঞ্জন বিশ্বাস।

শতভাগ কম্পিউটার সাক্ষরতা অর্জিত স্কুলের সম্মাননা

ভাব-বাংলাদেশের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রকল্পভুক্ত স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক কম্পিউটারে হাতে কলমে কিছু কাজ করতে পারবে। ২০১৫ সাল থেকে আমরা এ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করি। এবারই এমন তিনটি স্কুল ভাব বাংলাদেশের সার্বিক দিক নির্দেশনায় এবং নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে কম্পিউটার সাক্ষরতায় শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। আমরা মনে করি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে স্কুল তিনটির এই সফলতা একটি মাইলফলক। আমরা এই সফলতাকে ধরে রাখতে চাই। এই তিনটিই বালিকা বিদ্যালয়। স্কুল তিনটির সব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষককে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন। **শতভাগ কম্পিউটার সাক্ষরতা অর্জিত স্কুলের সম্মাননা** প্রদান করেন সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর জনাব ফজলে কবির। সম্মাননা গ্রহণ করেন

১. নীলফামারীর পঞ্চপুকুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব বাবুল হোসেন
২. সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী রনজিত কুমার বর্মন
৩. সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার তপোবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- শ্রী রামরঞ্জন বিশ্বাস।

অনুভূতি প্রকাশ ঃ সম্মাননা গ্রহণ করার পর অনুভূতী প্রকাশ করেন শ্রী রামরঞ্জন বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক, তপোবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তিনি ভাব এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমরা ভাব এর মডেল বাস্তবায়ন করে চমৎকার সফলতা অর্জন করেছি। ভাব যে স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েছে ভবিষ্যতে ভাব আর্থিক সহায়তা না করলেও আমরা এগিয়ে যেতে পারবো বলে বিশ্বাস।

সফল অভিভাবক সম্মাননা

যিনি একজন অভিভাবক। তাঁর নিজের মেয়েদের লেখাপড়া করিয়েছেন। দেখভাল করেন স্কুলের সব মেয়েকে। তিনি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের আয়া শ্রীমতি সাগরীকা রানী। এতসব কাজের মধ্যেও কম্পিউটার শিখেছেন। তিনি কম্পিউটারে দক্ষ এবং মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৯৪ % নম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন সাগরিকা। সাগরিকা রানীকে অভিনন্দন জানানো হয়। সাগরিকা রানীর পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী রনজিত কুমার বর্মন।

উদ্যমী স্কুলের সম্মাননা

ভাব-বাংলাদেশের একটি নিজস্ব শিক্ষা মডেল আছে। মডেলটি আপনারা ভিডিওতে দেখানো হয়। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই শিক্ষা মডেল বাস্তবায়নে কিছু স্কুল এগিয়ে এসেছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে তারা চমৎকার সফলতা দেখিয়েছে। এ সব স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক কম্পিউটার সাক্ষরতায়, ইংরেজিতে কথোপকথন, ক্লাব কর্মসূচিসহ ভাব-বাংলাদেশের অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখিয়েছে। এই স্কুলগুলোকে স্বল্প সময়ে ভাব-বাংলাদেশের এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

উদ্যমী স্কুলের সম্মাননা তুলে দেন ভাব-বাংলাদেশ উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। স্কুলের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

১. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের চিংড়াখালি মাধ্যমিক বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রী জয়দেব বিশ্বাস
২. নীলফামারীর ফুলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব এস.এম. মজিবুল হক
৩. যশোরের কেশবপুর উপজেলার এস.এস.জি বরণডালি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী দিপঙ্কর দাস
৪. নীলফামারীর বাহালিপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ রায় এবং
৫. নওগাঁর সাপাহার ডাঙ্গাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো. মহিউদ্দিন ।

কৃতি শিক্ষার্থী সম্মাননা

লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাব-বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অনেক শিক্ষার্থী দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। কৃতি শিক্ষার্থী সম্মাননা প্রদান করেন ভাব-বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ। সম্মাননা গ্রহণ করে।

১. নীলফামারীর পঞ্চপুকুর বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির লুবনা আক্তার মুন
২. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদালয়ের ১০ম শ্রেণির নাজিয়া নুসরাত
৩. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মুশফিকা জাহান লিজা
৪. কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরি দয়াময়ি পাইলট একাডেমির সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী নাশিতা তাসনিম এবং
৫. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের কাঁঠালবাড়ি এ.জি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোঃ নাছিম আলী।

অনুভূতি প্রকাশঃ সম্মাননা গ্রহণ করার পর ভাব স্কুলের শিক্ষার্থী মোঃ নাছিম আলী তার অনুভূতি প্রকাশ করে। নাছিম তার বক্তব্যে ভাব পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে, আমার বাবা একজন ট্রাক ড্রাইভার ছিলেন। দুর্ঘটনায় একটি হাত হারানোর পরে কাজ করতে পারেন না। মা দিনমুজুরি করে সংসার চালান। আমার চোখ দিয়ে মা স্বপ্ন দেখেন আমি যেন ভালো মানুষ হই। প্রধান শিক্ষকসহ ভাব পরিবার আমার নিজের পরিবার হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। পড়ালেখার প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে।

কৃতি শিক্ষক সম্মাননা

স্কুল পর্যায়ে ভাব এর দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি প্রসারে কাজ করছেন কিছু উদ্যোগী শিক্ষক। অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে সম্মান জানানো হয়।

কিছু শিক্ষক গণিত শিক্ষাদানে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছেন। এই প্রত্যেকটি শিক্ষকের অক্লান্ত প্ররিশ্রম ও চেষ্টার ফলে স্ব স্ব বিষয়ে তাঁদের শিক্ষার্থীরা জে.এস.সি. এবং এস.এস.সি. (তপোবন স্কুল) পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। এই শিক্ষকবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কৃতি শিক্ষক সম্মানা প্রদান করেন ভাব বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টের প্রফেসর ড. জসিমউজ জামান। কৃতি শিক্ষক সম্মাননা গ্রহণ করেন।

১. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব জি.এম. নাসির উদ্দিন
২. কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরি দয়াময়ি পাইলট একাডেমির সহকারি প্রধান শিক্ষক জনাব মো. জহুরুল হক সিদ্দিকী
৩. নীলফামারীর পঞ্চপুকুর বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মাহফুজার রহমান এবং
৪. নীলফামারীর পলাশবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শ্রী জগদিশ চন্দ্র রায় ।

উদ্যমী শিক্ষক সম্মাননা

নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ভাব বাংলাদেশের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে স্কুল পর্যায়ে যে শিক্ষকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে স্কুলের সফলতার জন্য স্কুলের এবং ভাব এর হয়ে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন তাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। উদ্যমী শিক্ষক সম্মাননা প্রদান করেন ভাব বাংলাদেশ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব নেয়াজ আহমেদ। **উদ্যমী শিক্ষক সম্মাননা** গ্রহণ করেন ।

১. শতভাগ কম্পিউটার সাক্ষরতায় অবদানে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শ্রী রণজিৎ কুমার বর্মন
২. শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখানোর জন্য ইনোভেটিভ ডিজাইন তৈরিতে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের চিংড়াখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শ্রী সন্দীপ কুমার গায়েন
৩. শতভাগ কম্পিউটার সাক্ষরতায় অবদানে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের তপোবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক শ্রী তাপস কুমার
৪. ভাব কর্মসূচি বাস্তবায়নে চট্রগ্রামের রাওজান মহামুনি অ্যাংলোপালি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক নাছরিন আক্তার এবং
৫. শতভাগ কম্পিউটার সাক্ষরতায় নীলফামারীর পঞ্চপুকুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুসলিমা খাতুন।

উদ্যমী প্রধান শিক্ষক সম্মাননা

উদ্যোগ নিয়ে ভাব বাংলাদেশের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে যে সমস্ত প্রধান শিক্ষক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমরা তাদেঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এই প্রধান শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে স্কুলগুলো ক্রিকেট, বিতর্ক, কম্পিউটার, ম্যাথ অলিম্পিয়াড এবং ইংরেজিতে কথোপকথনে অনুকরণীয় সফলতা অর্জন করেছে।

অনুষ্ঠানে এই উদ্যোগী এবং অনুকরণীয় প্রধান শিক্ষকবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সম্মাননা প্রদান করেন ভাব-বাংলাদেশ উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। স্কুলের পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন

১. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের কাঁঠালবাড়ি এ.জি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আজাহারুল ইসলাম
২. নলিফামারীর পঞ্চপুকুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব বাবুল হোসেন
৩. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের শওকতনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিসেস আর্জিনা খাতুন এবং
৪. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের কলবাড়িয়া নেকজেনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী শিবাশিষ কুমার মন্ডল।

সফল স্কুলের (পরীক্ষার ফলাফল এবং সহশিক্ষা) সম্মাননা

জে.এস.সি. তে শতভাগ সফলতা, ভাব এর দিকনির্দেশনায় স্কুল টাইমের বাইরে অতিরিক্ত ক্লাস করিয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে নিতে এবং ক্রিকেট, বিতর্ক, ইংরেজিতে কথোপকথনসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি স্কুল চমৎকর দৃষ্টান্তস্থাপন করেছে। সফল স্কুল সম্মানা প্রদান করেন সম্মানিত প্রধান অতিথি। স্কুলের পক্ষ থেকে **সফল স্কুল (পরীক্ষার ফলাফল এবং সহশিক্ষা) সম্মাননা** গ্রহণ করেন ।

১. সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব হজরত আলী
২. কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরি দয়াময়ি পাইলট একাডেমির প্রধান শিক্ষক জনাব কে.এম. আনিচুর রহমান
৩. রাজশাহীর বাঘা উপজেলার ইসলামি একাডেমি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল জনাব মো. আব্দুল কাদের
৪. নীলফামারীর চাঁদেরহাট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব গোলাম রব্বানী এবং
৫. নীলফামারীর পঞ্চপুকুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব বাবুল হোসেন

সফল কম্পিউটার প্রশিক্ষক সম্মাননাঃ
আবুল কালাম মোহাম্মাদ আজাদ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, ভাব-বাংলাদেশকে সফল কম্পিউটার প্রশিক্ষক সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা গ্রহণ করেন আবুল কালাম মোহাম্মাদ আজাদ। সম্মাননা তুলে দেন সম্মানীত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর জনাব ফজলে কবির।

প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ বিতরণঃ ভাব প্রকল্পভূক্ত স্কুলসমূহে ডিবেট, স্পোটর্স এবং ভলান্টিয়ার ক্লাব কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নয়টি স্কুলে ল্যাপটপ এবং প্রজেক্টর বিতরণ করা হবে। এই অনুষ্ঠানে তারই অংশ হিসেবে একটি স্কুলে এই ল্যাপটপ এবং প্রজেক্টর তুলে দেওয়া হয় সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ভূরুলিয়া নাগবাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস.এম. হাফিজুর রহমান। বাকী গুলো ভাব অফিস থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়ে যেতে বলা হয়।

বিভাগভিত্তিক পুরস্কারের তালিকা

স্কুলের নাম	*এস.এস.সি. পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা*	*শতভাগ কম্পিউটার সফলতা*	*সফল অভিভাবক*	*উদ্যমী স্কুলের সম্মাননা*	*কৃতি শিক্ষার্থী সম্মাননা*	*কৃতি শিক্ষক সম্মাননা*	*উদ্যমী শিক্ষক সম্মাননা*	*উদ্যমী প্রধান শিক্ষক সম্মাননা*	*সফল স্কুল সম্মাননা*	*মোট*
পলাশবাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১					১	১			৩
তপোবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১	১					১			৩
পঞ্চপুকুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়		১			১	১	১	১	১	৬
সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়		১	১							২
চিংড়াখালি মাধ্যমিক বিদ্যানিকেতন				১			১			২
ফুলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়				১						১
এস.এস.জি. বরণডালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়				১						১
বাহালিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়				১						১
সাপাহার ডাঙ্গাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়				১						
ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদালয়					২	১			১	৪
নাগেশ্বরি দয়াময়ি পাইলট একাডেমি					১	১			১	৩
কাঁঠালবাড়ি এ.জি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়					১			১		২
মহামুনি অ্যাংলোপালি উচ্চ বিদ্যালয়							১			২
শওকতনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়								১		২
কলবাড়িয়া নেকজেনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের								১		১
ইসলামি একাডেমি উচ্চবিদ্যালয়									১	১
চাঁদেরহাট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়									১	১

অতিথিদের বক্তব্যঃ
অনুষ্ঠানে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম রফিকুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্যে ভাব এর কার্যক্রমে অভিভূত বলে মন্তব্য করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বক্তব্য রাখেন। তিনি ভাব এর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বক্তব্যের এক পর্যায়ে ভাব বাংলাদেশের স্কুল পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তনি বলেন, ভাব শিক্ষা মডেল থেকে আমাদের শেখার আছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যঃ
বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর জনাব ফজলে কবির দীর্ঘ বক্তব্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে ভাব এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমি ভাবকে এনজিও বলতে চাই না। এটা সত্যিকার অর্থে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তিনি আরও বলেন, ব্যাংকগুলো যেন ভাব এর মতো সংস্থার শিক্ষা উন্নয়ন কর্মে এগিয়ে আসে আমি সে আহবান করি। শিক্ষায় সহায়তা বলতে শুধু বৃত্তি প্রদান নয়। পাশাপাশি স্কুল এবং শিক্ষকের দক্ষতা বাড়াতে কাজ করতে হবে। আমি অত্যন্ত খুশি যে ভাব এসব নিয়ে সুন্দর এবং নিজস্ব শিক্ষা মডেলের আলোকে কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর ভাব এর প্রতিষ্ঠা ড. এ.টি.আর. রহমান এবং উদ্যোক্তাদের খুবই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যঃ
অনুষ্ঠানের সভাপতি ভাব-বাংলাদেশ উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জানান। ভাব কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেন এবং গ্রামের স্কুলের ছেলে মেয়েদের সম্ভাবনা তুলে ধরেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনঃ অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব নিয়াজ আহমেদ, সদস্য, ভাব-বাংলাদেশ উপদেষ্টা পরিষদ।

'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' গান পরিবেশনঃ অনুষ্ঠানে ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক জনাব জি.এম. নাসির উদ্দিন, নাগেশ্বরি দয়াময়ি পাইলট একাডেমির ইংরেজি শিক্ষক জনাব মো. জহুরুল হক সিদ্দিকী, পঞ্চপুকুর বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক জনাব মাহফুজার রহমান এবং পঞ্চপুকুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী লুবনা আক্তার মুন, ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদালয়ের ছাত্রী মুশফিকা জাহান লিজা, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরি দয়াময়ি পাইলট একাডেমির ছাত্রী নাশিতা তাসনিম গান পরিবেশন করে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার অর্থায়নে যে স্কুল গুলোতে ভাব কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে সব পুরষ্কারপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর পুরষ্কার প্রদানের সময় দাতা সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে স্কুলগুলোর মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কুলঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ভলান্টিয়ার্স এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব) পলাশবাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, যশোরের কেশবপুর উপজেলার এস.এস.জি. বরণডালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নীলফামারীর পঞ্চপুকুর বালিকা বিদ্যালয় এবং কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরি দয়াময়ি পাইলট একাডেমিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নবারুন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টঃ নওগাঁর সাপাহার ডাঙ্গাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় নবারুণ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অর্থায়নে ভাব বাংলাদেশের সহযোগিতায় ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করে তুলতে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে। কর্মমুখী শিক্ষায় এলাকায় জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলটিকে এবং নবারুন ট্রাস্টকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়।

২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ভাব-বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রোটারি ক্লাব অব হুইলার্স হিল, মেলবোর্ন অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে অর্থায়ন এবং সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

এ এন্ড ইঃ রাজশাহীর বাঘা উপজেলার ইসলামিয়া একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভাবকে অর্থায়ন করে এ এন্ড ই। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

ডোনেশন প্রদানঃ কানাডা প্রবাসী মিসেস পামেলিয়া খালেদ অনুষ্ঠানে ডোনেশন প্রদান করে অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদেরও ভাবকে ডোনেশন প্রদানের জন্য আহবান করলে সকলে তাঁর আহবানে সাড়া দেন। তিনি এক হাজার কাডনাডিয়ার ডলার প্রদান করেন। তাঁর আহবানে মিসেস শামীমা, কর্ণেল মুজিব এবং মিস্টার মারুফ অনুষ্ঠানে ভাব উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর নিকট এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। মিসেস

পামেলিয়া খালেদের আহবানে তাঁর বন্ধু মিসেস নায়িমা ভাবকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সবাইকে খুবই আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়।

ফটোসেশনঃ সম্মাননাপ্রাপ্ত সকলে মঞ্চে এসে অতিথিদের সাথে ছবি তোলেন।

ডিনারের জন্য নিমন্ত্রণের ঘোষণা এবং মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তিঃ প্রধান অতিথিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভাব বাংলাদেশ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ একত্রে ডিনার শেষ করেন।

প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন

মো. আরিফুর রহমান
প্রোগ্রাম অফিসার
ভাব-বাংলাদেশ।